গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
(ফেজ-২), বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২৪ - ৩০ শে জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯

সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

ভাঙনপ্রবণ সীমান্তবর্তী ১২ জেলার ২২ উপজেলার ১৬টি নদীর ৩৪.০৯৭৫ কিমি সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন অক্ষুণ্ন রাখা ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সম্পদ (প্রাক্কলিত মূল্য ২৫৬৮৬৭.৫০ লক্ষ টাকা) সুরক্ষার কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ পর্যন্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

কাজের ধীর গতির জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি) এর সঙ্গে চুক্তিকৃত ৭৭টি স্থানের মধ্যে ৩২টি স্থানের কাজের চুক্তি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাতিল করা হয়। বাতিলকৃত স্থানসমূহে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি)-এর অগ্রগতির নাজুক অবস্থার প্রেক্ষিতে আরোও ৩০টি স্থানের কাজের চুক্তি বাতিল পরবর্তীতে ঐ সমস্ত স্থানের বাদবাকি কাজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি)-এর ব্যর্থতার কারণে দু'দফায় আরো ৮টি স্থানের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। একই কারণে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরো ৩টি স্থানের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ এযাবতকাল ৭৭টির মধ্য হতে বিভিন্ন সময়ে ৭৩টি স্থানের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং বাতিলকৃত স্থানের মধ্য হতে ৪৯টি স্থানের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। খুশিলির গাফলতির কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্প শেষ করার সময়সীমা বার বার বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। এছাড়া, জুন'২০২১ মাস হতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর বাধার কারণে চট্টগ্রাম এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ১৯টি স্থানের প্রতিরক্ষা কাজের ডাম্পিং/প্লেসিং কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এলক্ষ্যে দুই দেশের যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা অব্যাহত ছিল/আছে। সেইসাথে উভয় দেশের প্রধান প্রকৌশলীগণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ফেণী জেলায় কহুয়া নদীর ডানতীর প্রতিরক্ষার জন্য ১টি স্থানে প্রয়োজনীয় সিসি ব্লক তৈরি সম্পন্ন হলেও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর বাধার কারণে বাদবাকি কাজ বন্ধ রয়েছে। গত ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাইকমিশন হতে পত্র মারফত চট্টগ্রাম এবং খাগড়াছড়ি জেলায় বন্ধ থাকা ১৯টির মধ্য হতে ১০টি স্থানের কাজ Goodwill Gesture হিসেবে পুনরায় শুরু করার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু, বর্ডার পিলার জটিলতায় ১টি স্থানের কাজ বিএসএফ এর বাধার মুখে বন্ধ রয়েছে। এছাড়া, অনুমোদন পাওয়া যায়নি এমন ৯টি স্থানে কাজ শুরুর অনুমতির পূর্বে ভারতীয় অংশে বন্ধ করে দেওয়া ৯টি স্থানে কাজ শুরুর অনুমতি প্রদান করতে হবে মর্মে ভারতীয় হাইকমিশনের উল্লিখিত পত্রে জানানো হয়। এবিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে ৯টির মধ্যে ৭টি স্থানের প্রয়োজনীয় সম্মতিপত্র পাওয়া যায়। গত ১২/০২/২০২৪খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলায় বন্ধ থাকা ৯টির মধ্যে ৭টি স্থানে পুনরায় কাজ শুরুর জন্য ভারতীয় যৌথ নদী কমিশন হতে জানানো হলেও মাঠ পর্যায়ে বিএসএফ কাজ বাস্তবায়নে বাধা অব্যাহত রেখেছে। ফেণী জেলায় বন্ধ থাকা স্থানের প্রতিরক্ষা কাজ পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ হতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর আওতায় ৪টি স্থানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাদবাকি ৭৩টি প্যাকেজের কাজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োজিত করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে। জুন'২০২৫ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় ২য় সংশোধিত ডিপিপি নভেম্বর, ২০২৩ মাসে অনুমোদিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বর্তমানের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসন পরবর্তীতে প্রকল্পের বাদবাকি কাজ ডিজাইন ও স্পেশিফিকেশান মোতাবেক বাস্তবায়ন করে প্রকল্পটিকে সমাপ্ত ঘোষণা করাই ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ০.৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ;

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২), বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের .....২৫.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন নিশ্চিতকরণ।

খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়ন।

গ) বিভিন্ন প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৪-২৫					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২২-২৩	২০২৩-২৪*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	৭০	[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৭০	৫.০০	২.২৫	০.৫০০	০.৪৫০	০.৪০০	০.৩৫০	০.৩০০		

আমি, প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২), বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

------------------------------------	২৫/০৬/২০২৪
প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	তারিখ
------------------------------------	২৫-০৬-২৪
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	তারিখ

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী